প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

α

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	বেনামে অস্তিত্ব বিহীন সমিতির সদস্য দেখিয়ে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৫,৪৪,৭২,৬৫১/-	১১
২.	পিডিবিএফ SELP (Small Loan Enterprise Programme) কার্যক্রমের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী থাকায় আর্থিক ক্ষতি।	১৫,৯৯,৪৯,০০০/-	১২
৩.	উন্নয়ন সহযোগী সিডা (CIDA) প্রদত্ত সিডর পূনর্বাসন কাজের ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা এবং আইটি উন্নয়ন তহবিলের ৯৭,৩০,০০০/- টাকার কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।	৩,৮৩,৩০,০০০/-	১৩
৪.	পিডিবিএফ সোলার এনার্জি প্রকল্প কার্যক্রমের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী থাকায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,৪২,০৪,০০০/-	১৪
৫.	মটর সাইকেল ক্রয় বিল হতে কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩,৩৮,৩৫০/-	১৫
৬.	সোলার সিস্টেম স্থাপনে ইনস্পেকশন ও সুপারভিশন বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,০০,০৮,৮৯৬/-	১৬
	সর্বমোট	২৯,০২,৯৪,৮৯৭/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪- ২০১৫
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	**পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)**
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	০৫/০১/২০১৬ হতে ১৫/০২/২০১৬ খ্রিঃ
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	দৈবচয়ন নমুনায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা (রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারির সাথে আলোচনা)।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর, সরকারি কোষাগারে জমা না করা ;
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ;
- যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধান পরিপালন না করা;
- চাহিদাপত্র ও সহজলভ্যতা নিরূপণ না করে অপ্রয়োজনীয় ক্রয়;

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ।
- সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় ও কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে উদাসীনতা।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব।
- মাঠ পর্যায়ে ম্যানেজমেন্টের দুর্বল মনিটরিং ও সুপারভিশন।
- ঋণ প্রদান ও আদায় ক্ষেত্রে মাঠ সংগঠকদের অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- ক্যাশ বই ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক।
- সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ভ্যাট, আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায়।
- প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধিসহ অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।

- সরকারি সম্পদের মালিকানা বিষয়ে বিশেষ তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।
- সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সুফল নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পিডিবিএফ কর্ম এলাকায় শুরু থেকে জুন/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২০৪৫১ টি সমিতির (পিডিবিএফ কর্ম এলাকায়) ৮৫৬৩৮৬ জন সদস্য যা ১৭১২৭৭ টি গ্রুপভূক্ত এবং ৫২৬৯৮৯ জন ঋণী সদস্যের মধ্যে ৬১৯৯,১৬,৭৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে সুদ ব্যতীত আদায়যোগ্য (সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বার্ষিক ৪৯ কিস্তিতে আদায়যোগ্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালন নীতি/২০০১ খ্রিঃ মোতাবেক) ৫৮৫৯,৩৬,৩৬,০০০/- টাকার মধ্যে আদায় হয় ৫৭৮১,৮৫,৪৫,০০০/- টাকা। আদায়ের হার ৯৮.৬৮%। আদায় সন্তোষজনক তবে আরও তৎপর হলেও নিবিড় পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে অবশিষ্ট টাকা আদায় করা সম্ভব।

১.০ **অডিটি প্রতিষ্ঠান** ঃ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।

২.০ **প্রতিষ্ঠানের পটভূমি** ঃ

দারিদ্র বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। পিডিবিএফ সৃষ্টির গোড়ায় ছিল আর ডি-২, আর পিপি, আর ডি-১২ প্রকল্প এবং পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও কানাডিয়ান সিডা কর্তৃক ১৯৮৪ সাল থেকে পরিচালিত একটি প্রকল্পকে ১০ই নভেম্বর' ৯৯ তারিখে (১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন) জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে "পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন " (পিডিবিএফ) নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিগত ১৫ বৎসর ধরে পিডিবিএফ পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকরী ঋণদান কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষন এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৫০টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলার ৪১৫টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ০৯ লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মাঝে এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.০ **পরিচালনা পদ্ধতি** ঃ

পিডিবিএফ ১১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব গভর্নস এর উপর ন্যস্ত। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, উক্ত বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সার্বক্ষনিক কর্মকর্তা ও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী। তিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে নিযুক্ত হন।

৩.১ **প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য** ঃ

পল্লী এলাকার দারিদ্র্য ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ সমতার বিকাশ সাধন করা এবং দরিদ্র মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য।

৩.২ **প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিধি** ঃ

- দরিদ্র ও অসুবিধা গ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা।

- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঋণের টাকা সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
- ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে Small Enterprise loan program (SELP) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সুফল ভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং নেতৃত্বে বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে দারিদ্রদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সোলার হোম সিষ্টেম বিতরন।

৩.৩ পিডিবিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রম ঃ

- ক্ষুদ্র/ ঋণ কার্যক্রম
- স্মল এন্টারপ্রাইজ/ঋণ কার্যক্রম (SELP)
- সঞ্চয় কার্যক্রম
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- সদস্য প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষণ ফোরাম/ উঠান বৈঠক
- কর্মী প্রশিক্ষণ
- সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম
  - ক) শিক্ষা সহায়তা ভাতা
  - খ) সুফল ভোগীদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা
  - গ) সুফল ভোগীদের নবজাত সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম
  - ঘ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল
  - ঙ) গোষ্ঠী বীমা।
- Human resource information system (HRIS)
- অডিট কার্যক্রম।

অন্যান্য ঃ

(ক) নতুন কর্মী নিয়োগ
(খ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন
(গ) সাইলেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গো-খাদ্য তৈরী।
(ঘ) মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষন
(ঙ) পল্লী রঙ
(চ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গুচ্ছ গ্রাম, সাইক্লোন সেন্টার - এ সোলার স্থাপন
(ছ) সোলার সেচ প্রকল্প।

৩.৪ ঋণ মওকুফ ও অবলোপন প্রক্রিয়া ঃ

বোর্ড অব গভর্নস এর হাতে ঋণ মওকুফ ও অবলোপনের ক্ষমতা রয়েছে। কোন ঋণ নবায়ন, পুণঃতফসিল কিংবা সুদ মওকুফ করা হয় না। পিডিবিএফ একটি অমুনাফাকাঙ্খী নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ঋণের রিক্স রেটিং এবং ক্রেডিট রেটিং করা হয় না। Bad Debt Reserve করা হয়।

৩.৫ ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ ঃ

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ (যেমন ঃ বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, আইলা ইত্যাদি)
- সমিতির সদস্যদের দীর্ঘ স্থায়ী অসুস্থতা
- স্ব-পরিবারে এলাকা ত্যাগ
- আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া (যেমান ঃ গাভী ও মুরগী মরে যাওয়া, ফসল/ সবজী উৎপাদন কমে যাওয়া ইত্যাদি)

৩.৬ সদস্য সংখ্যা ঃ

সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা= ৮,১২,৪৪৮ জন

সোনালী সঞ্চয়ভূক্ত সদস্য সংখ্যা= ২,৪১,৫৫০ জন
মেয়াদী সঞ্চয়ভূক্ত সদস্য সংখ্যা= ১১,২৭৯ জন

৩.৭ **বীমা তহবিল** ঃ

সমিতির কোন সদস্যের অকাল মৃত্যু সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য ভয়াবহ দূর্ঘটনা সৃষ্টি করে। ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কখনও মৃতের সৎকার করাও সমস্যা হয়ে দেখা যায়। পরলোকগত ঋণ গ্রহীতার পরিবারের সদস্যগণকে এ প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি বাস্তবমুখী সহায়তা পদ্ধতি চালু প্রয়োজনে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের আরও গতিশীল ও উন্নত সেবা প্রদান করে দূদিনে তাদের পরিবারকে চরম অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষার জন্য ১ বছর মেয়াদী সদস্য বীমা প্রথা চালু করা হয়। সমিতির সদস্য এবং সদস্যের স্বামী/ স্ত্রী এ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ০১।

শিরোনামঃ **বেনামে অস্তিত্ব বিহীন সমিতির সদস্য দেখিয়ে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,৪৪,৭২,৬৫১/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, বাগেরহাট সদর কার্যালয়ের ৩,৪০,৮২,১৩০/- টাকা, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর কার্যালয়ের ৪৬,২৯,৩৮৫/- টাকা, বরিশাল সদর কার্যালয়ে ৬৮,৯৩,৯৪১/- টাকা এবং বানারীপাড়া, বরিশাল কার্যালয়ে ৮৮,৬৭,১৯৫/- টাকাসহ সর্বমোট (৩,৪০,৮২,১৩০ + ৪৬,২৯,৩৮৫ + ৬৮,৯৩,৯৪১+ ৮৮,৬৭,১৯৫) = ৫,৪৪,৭২,৬৫১/- টাকা বেনামি /অস্তিত্ব বিহীন সমিতির সদস্য দেখিয়ে ঋণ জালিয়াতের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়।

পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ভূয়া নাম, মৃত ব্যক্তির নাম এবং এলাকা ত্যাগী লোকের নাম ব্যবহার করে পুর্বে পরিশোধ করা ঋণ গ্রহণকারীর ছবি, স্বাক্ষর জাল করে বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরণ দেখিয়ে উল্লিখিত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "১" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ ঋণ প্রদান ও আদায় কাজে নিয়োজিত /দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের যথাযথ মনিটরিং এর অভাব।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন মোতাবেক কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন ঋণ সুবিধা লাভ করার জন্য কিংবা মঞ্জুরকৃত উক্তরূপ ঋণ বা সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়ে জামানত হিসাবে যা অন্য কোন প্রকারে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রদেয় স্বত্ত্বে সম্পর্কিত কোন দলিল বা অন্য কোন প্রকার দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবৃতি প্রদানে বা উক্তরূপ দলিলে মিথ্যা বিবৃতি বিদ্যমান থাকার জন্য জ্ঞাতসারে অনুমতি প্রদান করলে শাস্তির বিধান থাকলেও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ পূর্বেই পিডিবিএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্টদেরকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং টাকা আদায়ের জন্য মানি স্যুট মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃএকটি আর্থিক ঋণ দানকারী এবং আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ মনিটরিং ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার থাকলে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ক্ষতির সম্মুখীন হতো না। এই অর্থ আত্মসাতের কারণে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ০৫ জনের বিরুদ্ধে মানিসুট মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় উক্ত টাকা আত্মসাত হয়েছে। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধা সরকারি পত্র ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০২।

শিরোনামঃ **পিডিবিএফ এর** SELP (Small Loan Enterprise Programme**) কার্যক্রমের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী থাকায় আর্থিক ক্ষতি ১৫,৯৯,৪৯,০০০/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে SELP(Small Loan Enterprise programme) কার্যক্রমের বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পিডিবিএফ সমিতির সদস্য ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলতি বৎসরে ২টি নতুন মাঠ কার্যালয়সহ ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসর পর্যন্ত মোট ২২৫টি মাঠ কার্যালয়ে ২২৫ জন মাঠ কর্মকর্তার মাধ্যমে ১২৪৭৯৫জন উদ্যোক্তাকে ক্রমপুঞ্জিভূত SELP(Small Loan Enterprise Programme) ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪২৬,৭৮,৬০,০০০/-টাকা। যার সুদসহ আদায়যোগ্য ১৪৩০,৬০,৯০,০০০/- টাকার মধ্যে আসল আদায় হয় ১২৪৯,৩৯,৭৯,০০০/- টাকা। অবশিষ্ট পাওনা (১৪২৬,৭৮,৬০,০০০ - ১২৪৯,৩৯,৭৯,০০০)= ১৭৭,৩৮,৮১,০০০/- টাকা। পাওনা সুদসহ দাড়ায় ২০০,৫২,২৮,০০০/- টাকায় (ঋণ পরিচালন নীতিমালা অনুযায়ী)। উক্ত পাওনা ২০০,৫২,২৮,০০০/- টাকার মধ্যে ১৮০,৮২,৬১,০০০/- টাকা আদায়যোগ্য হয়নি (কিস্তি Due হয়নি)। অবশিষ্ট (২০০,৫২,২৮,০০০ - ১৮০,৮২,৬১,০০০)=১৯,৬৯,৬৭,০০০/- টাকার মধ্যে কিস্তি খেলাপী ৩,৭০,১৮,০০০/- টাকা। অবশিষ্ট (১৯,৬৯,৬৭,০০০ - ৩,৭০,১৮,০০০) = ১৫,৯৯,৪৯,০০০/- টাকা ৩৬১৫জন উদ্যোক্তার মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী যা আদায়ের উদ্যোগ নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "২" তে প্রদত্ত।]

সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরিদর্শনে মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর কার্যালয়ের ৯৮জন উদ্যোক্তার ৩৮,৯৪,৪১৯/- টাকা, বরিশাল সদর কার্যালয়ের ৫২ জন উদ্যোক্তার ২৮,৭৭,২৬৮/- টাকা এবং বানারীপাড়া , বরিশাল কার্যালয়ের ১১ জন উদ্যোক্তার ৫,৯৭,৭৮৬/- টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী ঋণের জবাবে সকলেই জানান যে, ঋণ আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ ঋণ আদায় কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কার্যক্রম যথাযথ নহে।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিতরণকৃত ঋণের মাত্র ১% মেয়াদ উত্তীর্ন। যাহা এন্টারপ্রাইজ লোনের ক্ষেত্রে খুবই সহনীয়। তবুও খেলাপী ঋণ হ্রাসের জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিস্তারিত তথ্যসহ পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় বিপুল পরিমাণ ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় যা আদায়ের কোন কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধা সরকারি পত্র ০২/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৩।

শিরোনামঃ উন্নয়ন সহযোগী সিডা (CIDA) প্রদত্ত সিডর পুনর্বাসন কাজের ২কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা এবং আইটি উন্নয়ন তহবিল বাবদ ৯৭,৩০,০০০/- টাকার মোট ৩,৮৩,৩০,০০০/- টাকা উদ্দেশ্য বহির্ভূতভাবে ব্যয় করায় দায়ীদের নিকট হতে আদায় করে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সদর দপ্তর নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ✓ সিডর পুনর্বাসন কাজে উন্নয়ন সহযোগী সিডা (CIDA) কর্তৃক প্রদত্ত ২,৮৬,১৭,১৯০.০০ টাকা চলতি হিসাব নং ৩৬০০০৩৮৭, সোনালী ব্যাংক লিঃ, হোটেল সোনারগাঁও শাখায় জমা করা হয় যার ভাউচার নং ০১-২৫, তারিখঃ ০৭/০১/২০০৮ খ্রিঃ।
- ✓ অনুরূপভাবে আইটি উন্নয়ন তহবিল বাবদ উন্নয়ন সহযোগী সিডা (CIDA) কর্তৃক প্রদত্ত ৯৭,৩০,০০০.০০ টাকা বার্ষিক ১২.৫০% মুনাফায় ১২ মাস মেয়াদে স্থায়ী আমানত হিসেবে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখায় জমা করা হয় যার ভাউচার নং ০১-২০৭, তারিখঃ ০৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ।
- ✓ পরবর্তীতে এই টাকা ঋণ বিতরণ কাজে এবং বেতন ভাতা প্রদানে ব্যবহার করা হয়েছে।
- ✓ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান নিরীক্ষাকালীন সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অনিয়মের কারণ ঃ সিডা এবং আইটি খাতের চুক্তির যথার্থ বাস্তবায়ন হয়নি।

ফলাফল ঃ কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, সিডা প্রদত্ত ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা সোনালী ব্যাংক চলতি হিসাব নং ৩৬০০০৩৮৭ তে জমা রাখা হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই টাকা সংশ্লিষ্ট মাঠ কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- ✓ সিডা প্রদত্ত ৯৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এফডিআর আকারে ১ বছরের জন্য জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে সুদাসলে উত্তোলন করে সোনালী ব্যাংকের এসটিডি হিসাবে জমা করা হয়। বর্তমানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কাজ চলমান থাকায় আইটি সফটওয়্যার ডেভেলপারদের বেতন ভাতা বাবদ জুন. ২০১১ পর্যন্ত ৩৯,৫৭,৬২৫.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রালয়ের সচিব এর সাথে নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ায় ২৭/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ০৯/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয় এবং জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/০২/২০১২খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় জবাবই প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।

- ✓ এই অর্থ ব্যবহার বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সিডার নির্দেশনা, এই তহবিল স্থানান্তর ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিবরণ ও প্রমাণক চলমান নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- ✓ এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত জবাব অনুযায়ী এই টাকা ঋণ বিতরণ ও বেতন ভাতা প্রদানে ব্যয় করা হয়েছে। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধা সরকারি পত্র ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যয়কারীগণের নিকট হতে আদায় করে প্রকৃত উদ্দেশ্যে খরচ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৪।

শিরোনামঃ **পিডিবিএফ সোলার এনার্জি প্রকল্প কার্যক্রমের ৩,৪২,০৪,০০০/- টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী থাকায় আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে "পিডিবিএফ সোলার এনার্জি প্রকল্প" কার্যক্রমের ২০১৩-১৫ সনের অডিটে পরিলক্ষিত হয যে, উক্ত প্রকল্প হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ১৩০টি উপজেলা/কার্যালয়ের ১৮টি অঞ্চলে ৪৪১জন কর্মীর মাধ্যমে ৭০০৬জন গ্রাহকের মধ্যে সোলার হোম সিস্টেম বাবদ ঋণ বিতরণ (৭০০৬টি) করা হয় ১০,৮১,২৯,০০০/- টাকা। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী (২০০৬-২০১৩) পর্যন্ত সময়ে ৩৬৬২জন গ্রাহকের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী থাকে ৩,৪২,০৪,০০০/- টাকা। যা আদায়ের কোন কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৩" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ ঋণ আদায়ে কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কার্যক্রম যথার্থ নহে।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের ঋণ ১২-৩৬ কিস্তিতে অর্থাৎ ৩ বছর মেয়াদে বিতরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭০০৬ জন গ্রাহকের বিপরীতে ১০৮১.২৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। ৩৬৬২জন গ্রাহকের মেয়াদ খেলাপী স্থিতি ৩৪২.০৪ লক্ষ টাকা। উল্লিখিত খেলাপী স্থিতি পূর্ববর্তী সময় (২০০৬-১৩) বিতরণকৃত ঋণের অনাদায়ী টাকা। বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ আদায়ের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। পিডিবিএফ এর মূল কার্যক্রমের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ, SELP ঋণ এবং সোলার ঋণ উল্লেখযোগ্য হলেও দিনে দিনে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় বিপুল পরিমাণ ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় যা আদায়ের কোন কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ৮/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধা সরকারি পত্র ০২/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৫।

শিরোনামঃ **মটর সাইকেল ক্রয় বিল হতে কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৩,৩৮,৩৫০/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে মটর সাইকেল ক্রয় সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিলয় মটর লিঃ হতে পিডিবিএফ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অফিসের কর্মীদের জন্য ৩৪০টি মটর সাইকেল ক্রয়ের পরিশোধিত বিল হতে কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের ২৩,৩৮,৩৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়।

বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের ব্যবহারের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪,৬৭,৬৭,০০০/- টাকা ব্যয়ে ভাউচার নং ০৬/১৫৪ তারিখ ৩০/০৬/১৫খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩৪০টি মটর সাইকেল ক্রয়ের পরিশোধিত বিল হতে ৫% হারে কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ সরকারি আদেশ প্রতিপালন না করা ও সংস্থার অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা যথার্থ নহে।

- আয়কর অধ্যাদেশ -১৯৮৪ এর ৫২ ধারা বিধি-১৬ মোতাবেক Payments to the contractors & suppliers এর নির্দিষ্ট স্ল্যাবে আয়কর কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- টি.আর ৭(১) মোতাবেক সরকারি রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থ অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগরে জমার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, প্রমাণক যাচাই করে আয়কর জমার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ সরবরাহকারীকে ১০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধা সরকারি পত্র ০২/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৬।

শিরোনামঃ **সোলার সিস্টেম স্থাপনে ইনসপেকশন ও সুপারভিশন বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,০০,৮৯৬/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, "ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পের ২০১১-১৫ আর্থিক সনের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সোলার সিস্টেম স্থাপনে ইনসপেকশন ও সুপারভিশন বাবদ বিভিন্ন সময়ে পরিশোধিত ১,০০,০৮,৯৬০/- টাকার বিল হতে ১০% হারে আয়কর কর্তন না করায় ১০,০০,৮৯৬/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ভাউচার নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ	১০% হারে কর্তনযোগ্য আয়কর
৪০	২২/০৭/২০১৪	১৬,১৯,২৮০/-	**১০,০০,৮৯৬/-**
১৩	১০/১১/২০১৪	২১,১২,২৪০/-	
১৯	১৮/১১/২০১৫	২০,৯৬,৬৪০/-	
১৮	২৪/০৬/২০১৫	২০,৭৪,৮০০/-	
০৫	-	২১,০৬,০০০/-	
	সর্বমোট =	**১,০০,০৮,৯৬০/-**	**১০,০০,৮৯৬/- টাকা**

অনিয়মের কারণ ঃ সরকারি আদেশ প্রতিপালন না করা ও সংস্থার অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা যথার্থ নহে।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন-৫২ এ(৩) ধারা মোতাবেক পেশাগত অথবা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত বিল হতে ১০% হারে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে সোলার সিস্টেম স্থাপন বাবদ ইন্সপেকশন ও সুপারভিশন করার জন্য পিডিবিএফ কে ১,০০,০৮,৯৬০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। পিডিবিএফ এর অনুকূলে ২০২১ সাল পর্যন্ত আয়কর মওকুফের নির্দেশনা থাকায় কোন আয়কর কর্তন করা হয় হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কর তথা আয়কর, মূসক ইত্যাদি অব্যাহতি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বা রাজস্ব বোর্ড থেকে এসআরও জারীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু জবাবে উল্লিখিত এসআরও টি এলজিআরডি মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত। এছাড়া এ বিল হতে মূসক কর্তন করা হয়েছে। কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে থাকলে মূসক কর্তনযোগ্য নয়। তাছাড়াও উক্ত প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পেশাগত অথবা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস এর বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৫২ এ (৩) ধারা লংঘন করা হয়েছে। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর আধাসরকারিপত্র ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ীদের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৫-২০১৬

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৫-২০১৬

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

৲

ক্রমিকনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	Abbreviation & Glossary	ক
৩	প্রথমঅধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	পটভূমি	৬-৭
৬	দ্বিতীয়অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-১৬
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৬
৮	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল(এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনপল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে / ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধানপরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্যহিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১)অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১৬ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ----------

২৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation & Glossary

BDP	Bangladesh Diesel Plant
CIDA	Canadian International Development Agency
CPWA	Central Public Works Accounts
IGA	Income Generating Activities
PDBF	Palli Daridro Bimochon Foundation
RFQ	Request for Quotation
SEDP	Solar Energy Development Project
SELP	Small Loan Enterprise Programme